কোম্পানীর নাম

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১৩

(গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

মাস ও বৎসর

কোম্পানীর ঠিকানা

সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	**০১**
	উদ্দেশ্য	**০১**
১।	**ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা**	০২
২।	**গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য**	০৪
৩।	**গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার চার্জ, নিরাপত্তা জামানত**	০৪
৩.১	বাধ্যতামূলক মিটার গ্রহণ	**০৪**
৩.২	গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া	০৫
৩.৩	সংযোগ ব্যয়	০৭
৩.৪	গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ	০৭
৩.৫	সরঞ্জামভিত্তিক ঘণ্টা প্রতি লোড, চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর)	০৭
৩.৬	Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপণ	০৮
৩.৭	নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদান পদ্ধতি	০৮
৩.৮	কমিশনিং/সংযোগ ব্যয়	০৮
৪।	**মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও গ্রাহক বরাবর প্রেরণ**	**০৮**
৪.১	মিটার রিডিং গ্রহণ	০৮
৪.২	বিল প্রস্তুতকরণ	০৯
৪.৩	বিল প্রেরণ	০৯
৪.৪	আরএমএস/সিএমএস ভাড়া	১০
৪.৫	রাজস্ব আদায়	১০
৪.৬	বিল পরিশোধের সময়সীমা	১০
৪.৭	মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)	১০
৪.৮	বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার	১১
৫।	**গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন**	১১
৫.১	মিটারবিহীন গ্রাহক	১১
৫.২	মিটারযুক্ত গ্রাহক	১১
৬।	**অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়**	১১
৬.১	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার	১১
৬.২	গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য	১২
৬.৩	একাধিকবার অবৈধ কার্যকলাপের জন্য জরিমানা	১৫
৬.৪	অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়	১৬
৬.৫	আরএমএস/সিএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	১৬
৭।	**সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ব্যয়**	১৬
৭.১	অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১৬
৭.২	স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১৭
৭.৩	গ্যাস সরবরাহ সীমিতকরণ/স্থগিতকরণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১৭
৭.৪	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়	১৮
৭.৫	পুনঃসংযোগ এবং ব্যয়	১৮

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৮।	**গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস চার্জ**	**১৮**
৮.১	মিটারবিহীন গ্রাহক	১৮
৮.২	মিটারযুক্ত গ্রাহক	১৮
৯।	**বিবিধ**	১৮
৯.১	রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তর চার্জ	১৮
৯.২	মালিকানা/নাম পরিবর্তন চার্জ	১৯
৯.৩	লোড হস্তান্তর/স্থানান্তর/একত্রীকরণ	১৯
৯.৪	মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ	**১৯**
৯.৫	প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন	১৯
৯.৬	ঠিকাদার সম্পৃক্ততা	২০
৯.৭	বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	২০
৯.৮	অধিকার সংরক্ষণ	২০

ভূমিকা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান প্রাথমিক জ্বালানী শক্তি। ষাটের দশকের শুরুতে এদেশে সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং অবশিষ্ট এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ কোম্পানী সারাদেশে ২১ লক্ষেরও বেশী গ্রাহকের নিকট বিরামহীনভাবে প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিতরণ করছে। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৮৫ ভাগ এবং প্রায় ২.৯ মিলিয়ন টন সার উৎপাদন ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক, চা-বাগান, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সিএনজি খাতে গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখছে।

গ্যাস সংযোগ গ্রহণ পদ্ধতি এবং তৎপরবর্তী গ্রাহক সেবা তথা আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন দলিল-পত্র, সংযোগ ফি ও সারচার্জের হার, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয়, ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত বিষয়াবলী স্বচ্ছ ও জবাবদিহীমূলক এবং গ্রাহক বান্ধব করার অভিপ্রায়ে গত ১৯৯৪ সাল হতে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনকৃত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' গত জুলাই ১, ২০০৪ সাল হতে গ্যাস বিপণন কোম্পানী প্রান্তে প্রচলিত ছিল।

গত জুলাই ২০১০ মাসে সরকার গ্যাসের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর বিক্রয়সহ হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও সময়মত গ্যাস বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্যাস আইন ২০১০ (২০১০ সালের ৪০নং আইন) জারী করেছে। ফলে কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার এবং গ্যাস সংযোগ প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, সরঞ্জামাদি চুরি ও অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদি অপরাধের জন্য জেল, জরিমানা/দণ্ড আরোপের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনবায়নযোগ্য জ্বালানী গ্যাসের মজুদ অফুরন্ত নয়। সীমিত এ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ এবং অর্জিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্যাস খাতের উন্নয়ন সাধন করা সরকারের দায়িত্ব। 'গ্যাস আইন ২০১০' জারী হওয়ায় এর সাথে প্রচলিত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করে আরও গ্রাহক বান্ধব, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ পূর্বতন নিয়মাবলী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাতিল করে এর সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণ 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'গ্যাস আইন ২০১০' জারী হওয়ায় গ্রাহক কর্তৃক বিবিধ অপরাধ সংঘটিত হলে এর জন্য জেল ও জরিমানা/দন্ড আরোপ সহজতর হয়েছে। এছাড়াও এ আইন জারীর ফলে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩' ও 'গ্যাস আইন ২০১০' এর কতিপয় বিষয়ে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর সাংঘর্ষিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাস্বায়নের পর ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় এ নিয়মাবলী বাস্বায়নের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বিরাজমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কতিপয় বিষয়ের সংযোজন ও বিয়োজন জরুরী মর্মে বিবেচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩' ও 'গ্যাস আইন ২০১০' এর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করে সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাতিল করে এর সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণ 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১' প্রণয়ন করা হল। এ নিয়মাবলী গৃহস্থালী শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এ নিয়মাবলীর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সহজতর ও দ্রুততর হবেঃ

- গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর হবে;

- কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়গুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- লোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি গ্রাহক অনুকূল হবে;
- মিটারযুক্ত গ্রাহকের ন্যূনতম দেয় নির্ধারণে গ্রাহক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পাবে;
- লোড হ্রাস/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে;
- স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে;
- বিল ও বকেয়া পরিশোধে গ্রাহক উৎসাহিত হবে;
- কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাবে এবং
- সর্বোপরি গ্রাহক হয়রানী হ্রাস পাবে।

সংযোগ এবং সংযোগোত্তর সহজতর স্বচ্ছ সেবা প্রদানের জন্য গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহ এবং চুক্তিপত্রের নমুনা ওয়েবসাইটে থাকা সত্ত্বেও এ নিয়মাবলীর পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন ফরমসমূহের ফটোকপি প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আলোচ্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১। ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা

১) "অধিকারভুক্ত এলাকা" অর্থ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের জন্য লাইসেন্সধারীকে অর্পিত ভৌগোলিক এলাকা;

২) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

৩) "গ্যাস সরবরাহ" অর্থ পাইপলাইন, সিলিন্ডার, যানবাহন, বার্জ, জলযান আধার (ভেসেল) অথবা অন্য কোন মাধ্যম গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিতরণ বা খুচরা সরবরাহ;

৪) "গ্যাস সরবরাহ চুক্তি" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী কিংবা সরবরাহকারী কিংবা বিপণনকারী কিংবা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কিংবা গ্রাহকের দ্বারা ও তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি;

৫) "গ্রাহক" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসেবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

৬) "ধ্বংসাত্মক অথবা নাশকতামূলক কার্যকলাপ" অর্থ ইচ্ছাকৃত যে কোনভাবে গ্যাস শিল্পের ও সম্পদের ক্ষতিসাধন অথবা স্বাভাবিক গ্যাস পরিচালন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ করা অথবা এরূপ যে কোন প্রচেষ্টা;

৭) "পাইপলাইন" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ, বিপণনের লক্ষ্যে অনুমোদিত পাইপলাইন এবং কম্প্রেসর, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভাল্ব এবং তা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশও এর অন্তর্ভুক্ত;

৮) "প্রাকৃতিক গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ অথবা তরল, বাস্পীভূত অথবা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস, যার সাথে নিম্নবর্ণিতসহ অন্যান্য অজৈব এক বা একাধিক পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে, যথা ঃ
(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড;
(খ) নাইট্রোজেন;
(গ) হিলিয়াম;
(ঘ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড;

৯) "ব্যক্তি" অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ অথবা অন্যবিধ অংশীদারী কারবারী সংস্থা অথবা তার প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

১০) "বিল" অর্থ বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা অথবা কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্য টাকার নিমিত্ত বিবরণ;

১১) "মজুদকরণ (storage)" অর্থ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে গ্যাস বিতরণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত অবস্থায় গ্যাস পুঞ্জিভূতকরণ বা সঞ্চয়করণ এবং ধারণকরণ;

১২) "মিটারধারী" অর্থ এরূপ গ্রাহক অথবা গ্রাহক শ্রেণী যার গ্যাস সরবরাহ মিটারের মাধ্যমে হয় এবং তদনুযায়ী বিল প্রদেয় হয়;

১৩) "সঞ্চালন" অর্থ উচ্চ-চাপবিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত চাপে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর;

১৪) "সিএনজি" অর্থ নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস;

১৫) "হিসাব-বহির্ভূত গ্যাস "(unaccounted for gas-UFG)" অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন পাইপলাইন/সিস্টেমে ধারণকৃত গ্যাসের পরিমাণের উপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার পার্থক্য অথবা পরিবর্তন ব্যতীত এবং মিটারবিহীন গ্রাহকদের ব্যবহৃত চুলা বা সরঞ্জাম ফ্ল্যাটরেইট অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার ব্যতীত উক্ত পাইপলাইন সিস্টেমে মিটারে রিডিংভুক্ত হয়ে আগত ও মিটারে রিডিংভুক্ত হয়ে বহির্গত গ্যাসের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য অথবা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়;

১৬) "ঠিকাদার" বলতে গ্যাসের সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও বিপণন কোম্পানীর তালিকাভূক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিকাদারকে বুঝাবে;

১৭) "জামানত " বলতে গ্যাস সংযোগের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত প্রদান বুঝাবে;

১৮) "কমিশনিং" বলতে গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালু করা বুঝাবে;

১৯) "এমআইভি" বলতে গ্যাস কোম্পানীর ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান বুঝাবে;

২০) "রাস্তা কাটার অনুমতি" বলতে রাস্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমনঃ BSCIC, BEPZA, পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট হতে রাস্তা খনন করে গ্যাস লাইন নেয়ার অনুমতি বুঝাবে;

২১) "চুক্তি বৎসর" বলতে ১২(বার) মাস সময়সীমা বুঝাবে;

২২) "বিলের মাস" বলতে মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী ২(দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়কে বুঝাবে;

২৩) "দিন" বলতে ২৪ ঘণ্টা সময় বুঝাবে;

২৪) "ঘণ্টা" বলতে ৬০ মিনিট সময় বুঝাবে;

২৫) "মেয়াদের শেষ তারিখ" বলতে সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ বুঝাবে;

২৬) "আঙ্গিনা" বলতে গ্রাহকের যে জায়গায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে তাকে বুঝাবে;

২৭) "সার্ভিস লাইন" বলতে ঐ পাইপ লাইনকে বুঝাবে যা মূল গ্যাস বিতরণ লাইনের সাথে সার্ভিস টি/ভাল্ব টি/ফ্ল্যাঞ্জ টি দ্বারা সংযুক্ত থাকবে এবং যা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশন/কাস্টমার মিটারিং ষ্টেশন এর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হবে;

২৮) "বিতরণ লাইন" বলতে ফিডার পাইপ লাইন অথবা মূল গ্যাস সরবরাহ লাইনের সাথে সংযুক্ত এরূপ লাইনকে বুঝাবে যাতে একাধিক গ্রাহক সংযুক্ত থাকবে;

২৯) "অভ্যন্তরীণ লাইন" বলতে ঐ পাইপলাইনকে বুঝাবে যা গ্রাহকের গ্যাস সরঞ্জামের সঙ্গে রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে;

৩০) "ভালভ" বলতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইনে স্থাপিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণমূলক ভাল্ব বুঝাবে;

৩১) "এ্যজ বিল্ট ড্রইং" বলতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন এবং গ্যাস স্থাপনার ড্রইং বুঝাবে;

৩২) "রেগুলেটিং ও মিটারিং ষ্টেশন" (আরএমএস) এবং "কাস্টমার মিটারিং ষ্টেশন" (সিএমএস) বলতে গ্যাস ব্যবহার পরিমাপের জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভালভ, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সম্মেলনকে বুঝাবে;

৩৩) "ডেলিভারি পয়েন্ট" বলতে যে পয়েন্ট হতে গ্যাসের স্বত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তাবে অর্থাৎ আরএমএস এর বহির্গমনদ্বারকে বুঝাবে;

৩৪) "সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড" বলতে অভ্যন্তরীণ লাইনে সংযুক্ত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার এর ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার (ক্ষমতার) সমষ্টি বুঝাবে;

৩৫) "অতিরিক্ত বিল" বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং উক্ত সময়ের জন্য ইতঃপূর্বে প্রণীত গ্যাস বিলের পার্থক্যকে বুঝাবে;

৩৬) "বহির্গমন চাপ" বলতে আরএমএস-এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমনে প্রাপ্ত চাপ বুঝাবে;

৩৭) "সাময়িক/অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন" বলতে ভাল্ব ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ আরএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাবে;

৩৮) "স্থায়ী বিচ্ছিন্ন" বলতে সার্ভিস লাইন কিলিংপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাবে। অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন সংযোগ এর ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করলে সার্ভিস লাইন কিল করা সম্ভব না হলেও স্থায়ী বিচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য হবে।

৩৯) "মালিকানা পরিবর্তন" বলতে একক মালিকানার ক্ষেত্রে মালিক মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশসূত্রে মালিকানা পরিবর্তন অথবা রেজিষ্ট্রিকৃত সাব-কাবলা দলিলের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন বুঝাবে এবং অংশীদারী মালিকানার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে মালিকানা পরিবর্তন বুঝাবে।

২। গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত বাড়ি/ইমারত, বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ফ্ল্যাট/কলোনী ও কেন্টিন এবং অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছাত্রাবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার, সরকারী হাসপাতাল, মেস, শিশুসদন, আশ্রম, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, মাজার, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এ শ্রেণীভুক্ত হবেঃ

গৃহস্থালী গ্রাহক
ক) বাস ভবন হিসেবে ব্যবহৃতঃ
১। বাড়ি/ইমারত
২। প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন।
৩। বিজিবি, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি-এর আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ
৪। জেলখানার আবাসিক কোয়াটার সমূহ।
৫। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/এজেন্সীর আবাসিক কোয়াটারসমূহ।
খ) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত/ব্যবহৃত ঃ
১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, কেন্টিন।
২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/এতিমখানা, হাসপাতাল, সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত গেস্টহাউজ, সার্কিট হাউজ, ইনসপেকশন বাংলো/ডাক বাংলো।
৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর।
৪। বিজিবি, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, আনসার এর কেন্টিন ও মেস।
৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাস্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার।
৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর।
৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস।
৮। সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত অফিসের কেন্টিনসমূহ।
৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন।
১০। সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিসমূহ।

৩। গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার চার্জ, নিরাপত্তা জামানত

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি নিম্নে উল্লিখিত হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। তবে এসব হার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তন ও পুনর্নির্ধারণ করা যাবে।

৩.১। বাধ্যতামূলক মিটার গ্রহণ

একক ও দ্বৈত চুলার সাথে অথবা অন্য কোন স্থাপনা/সরঞ্জাম (Multi-Appliances), যথা-ওভেন, গ্রীল, ওয়াটারহিটার, গ্যাস লাইট ইত্যাদিতে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে তা অবশ্যই মিটারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান অনুরূপ সংযোগসমূ এবং অনুচ্ছেদ-২ (খ) এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসূমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব মিটারের আওতায় আনতে হবে।

বিদ্যুৎ, সার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আবাসিক উদ্দেশ্যে একমুখী/দ্বিমুখী চুলা বা চুলাসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মিটারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

৩.২। গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া

গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

(ক) **আবেদনপত্র সংগ্রহের পদ্ধতি**

১. কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কোম্পানীর ওয়েব সাইট হতে ডাউনলোড করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
২. আবেদনপত্র ফি বাবদ টাকা ৩০০/- মাত্র নির্ধারিত ব্যাংক অথবা কোম্পানার সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টার এ পরিশোধ করতে হবে।

(খ) আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি

সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নেবর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করতে হবেঃ

১. আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি।
২. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসেবে দলিল/নামজারীর কাগজ (যে কোন একটি) এবং দাখিলা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ (যে কোন একটি)।
৪. লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধের অঙ্গীকারনামা।
৫. প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৩ (তিন) কপি নক্সা।
৬. আবেদন ফি জমা বাবদ ৩০০/- টাকা জমাদানের রশিদ।
৭. ঠিকাদার নিয়োগ পত্র।

সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা অথবা অন্য কোন এজেন্সীর স্টাফ কোয়ার্টার/কলোনীসমূহে গ্যাস সংযোগের জন্য ঐ সংস্থা বা গণপূর্ত বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আবেদন করবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই গ্রাহক হিসেবে গণ্য করা হবে। বাড়ীর মালিক একাধিক হলে অন্য মালিকগণের গ্যাস সংযোগে অনাপত্তি জমাদান সাপেক্ষে সংযোগ প্রদান করা হবে।

(গ) ঠিকাদার নিয়োগে করণীয়

গ্যাস সংযোগ গ্রহনে আগ্রহী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবেঃ

১. ঠিকাদারের তালিকা সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকবে।
২. কোম্পানীর ওয়েবসাইট হতে কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে কোম্পানীর অনুমোদিত **১.১** ক্যাটাগরীর ঠিকাদারের তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় পত্র দেখে ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।
৩. বিদ্যমান গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুসারে নিম্নোক্তভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	বিররণ	ঢাকা ও চট্রগ্রাম মহানগর এলাকার জন্য	অন্যান্য এলাকার জন্য
১।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১০ মিটার পর্যন্ত	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
২।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১১ মিটার হইতে ২০ মিটার পর্যন্ত	৬,০০০/-	৫,৫০০/-
৩।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ২১ মিটার হইতে ৩৫ মিটার পর্যন্ত	৭,০০০/-	৬,০০০/-
৪।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ৩৬ মিটার এর উর্ধ্বে	৮,০০০/-	৭,০০০/-

৪. সকল আর্থিক লেনদেন লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে নিয়োজিত ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সংযোগ প্রদানের ধাপসমূহ

১. সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিষ্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আবেদন পত্র গ্রহণপূর্বক রেজিষ্টারে/কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করে একটি ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
২. আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হবে।
৩. সংযোগ কার্যক্রম অনুমোদন অথবা সংযোগ প্রদান সম্ভব না হলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
৪. নির্ধারিত সংযোগ ফি এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাহককে প্রদান করবে।
৫. গ্রাহক কর্তৃক চাহিদাপত্র (Demand Note) অনুযায়ী ব্যাংকে অর্থ জমাদান ও ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক নক্সা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা দেয়ার পর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করা হবে।
৬. গ্রাহকের সরবরাহকৃত মালামাল দ্বারা ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করতে হবে। গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কার্য সম্পাদনের উপর কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদানের অগ্রগতির বিষয়টি নির্ভর করবে।
৭. নির্মিত পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে "টেস্ট সিডিউল" জমা দিতে হবে ।
৮. অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক চাপ পরীক্ষা করা হবে।
৯. যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্রাহক ও ঠিকাদার কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১০. গ্রাহক কিংবা তাহার নিয়োজিত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান/প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকায় দাখিল করতে হবে।
১১. গ্রাহক কর্তৃক রাস্তা খননের অনুমতি পত্র জমা দেয়ার পর ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হবে। উক্ত চুক্তিপত্র এ নিয়মাবলীর অংশ হিসাবে গণ্য হবে।
১২. চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবতী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে।
১৩. সার্ভিস লাইন নির্মাণের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ স্থাপন ও গ্যাস কমিশন করা হবে।
১৪. সংযোগ প্রদানের প্রাক্কালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে কমিশনিং কার্ড ও বিল বই হস্তান্তর করা হবে।
১৫. কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬. লো-প্রেসার নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে।

৩.৩। সংযোগ ব্যয়

প্রযোজ্য হারে ব্যয়/চার্জ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাবে। গৃহস্থালী শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্য পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ লকউইং কর্ক, ২০ মিঃ মিঃ সার্ভিসটি, পাইপ র‍্যাপিং ও কোটিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করে কোম্পানী/গ্রাহক নিয়োজিত কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করতে হবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক পরিশোধ করবে।

২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ ব্যয় হিসেবে টাকা ৪,০০০/- (চার হাজার মাত্র) প্রদান করতে হবে এবং এ নিয়মাবলী কার্যকর হওয়ার পর হতে এ চার্জ প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হলে সংযোগ ব্যয় বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে না।

৩.৪। গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ

গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ ও তদনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হবে তার ধরন/প্রক্রিয়া এর উপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাহক উপশ্রেণী অনুযায়ী চালনা ধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়কের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

ক্রমিক নং	উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনা ধাঁচ (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
		ঘণ্টা/দিন	দিন/মাস	
ক)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্টিন ও ল্যাবরেটরীজ, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানের কেন্টিন ও ল্যাবরেটরিসমূহ, সেচ্ছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।	৮	২৬	০.৮৫
খ)	বাড়ি/ইমারত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, প্রতিরক্ষা বাহিনী/বিজিবি/কোষ্টগার্ড/পুলিশ/আনসার/ভিডিপি/ জেলখানা-এর আবাসিক কোয়ার্টার, মেস ও কেন্টিন, কয়েদীদের রান্নাঘর, বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/ স্বায়ত্ব শাষিত প্রতিষ্ঠানের আবাসিক কোয়ার্টার ও গেস্ট হাউস/ সার্কিট হাউস/ইন্সপেকশন বাংলো/রেস্ট হাউস/ডাকবাংলো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/এতিমখানা/সরকারী হাসপাতাল/সরকারী শিশুসদন/আশ্রম/তাবলিগ ট্রাস্ট/মাজার, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস ইত্যাদি।	৮	৩০	০.৮৫

৩.৫। সরঞ্জামভিত্তিক ঘণ্টা প্রতি লোড, চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর)

বিবরণ	একক	একমুখী চুলা	দ্বি-মুখী চুলা	ওভেন	গ্রীল	ওয়াটার হিটার		ড্রায়ার	গ্যাস লাইট	
						২০ গ্যাঃ পর্যন্ত	২০ গ্যাঃ উর্ধ্বে		ভিতর	বাহির
ঘণ্টায় প্রবাহ	ঘনফুট	১২	২১	*	*	৩০	**	*	১০	১০
দৈনিক কর্মঘণ্টা	ঘণ্টা	১০	৮	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৮
মাসিক কার্যদিবস	দিন	২৬/৩০	২৬/৩০	১৫	১৫	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর	-	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫

* ক্যাটালগ অনুযায়ী।
** গ্যালন প্রতি ১.৫ ঘনফুট/ঘণ্টা।

৩.৬। **Atmospheric Burner** এর ক্ষমতা নিরূপণ

নিম্ন বর্ণিত সমীকরণের মাধ্যমে Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপণ করা হবেঃ

$$Q = 1658.5 \times K \times A\sqrt{\frac{h}{G}} \text{ .... (১)}$$

যেখানে,
Q = Discharge in SCFH
A = Area of orifice in Square inches
h = Differential Pressure in inches of water column
G = Specific Gravity of gas using air at 1.0
K = Coefficient of discahrge

৩.৭। নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদান পদ্ধতি

৩.৭.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহক

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে একমুখী/দ্বিমুখী চুলার সংখ্যা হিসেবে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের (লীজ গ্রহীতা হলে ৬ (ছয়) মাস) বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে।

৩.৭.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহক

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের (লীজ গ্রহীতা হলে ৬ (ছয়) মাস) সমপরিমাণ অর্থ নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে। গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হতে বৃদ্ধি পাবে সে তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নুতন হারে জামানত পুনর্নির্ধারণ করে এর চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হবে এবং তা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = বার্নারের ক্ষমতা (SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x বার্নার সংখ্যা x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলতে ষ্ট্যার্ন্ডাড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (প্রতি ইউনিটের মূল্য) x ৩ মাস (ভাড়াকৃত স্থানে হলে ৬ মাস)।

৩.৮। কমিশনিং ব্যয়

গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৫০০/- টাকা গ্রাহককে কমিশনিং বাবদ ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।

৪। মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণও গ্রাহক বরাবর প্রেরণ

৪.১। মিটার রিডিং গ্রহণ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসের শেষ ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

৪.২। বিল প্রস্তুতকরণ

৪.২.১। মিটার সচল অবস্থায় বিল প্রণয়ন

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকের বিল প্রণয়নের জন্য কোম্পানীর মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে। বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণনীয়ক এবং তাপমাত্রা গুণনীয়ক (১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বিবেচনায়) ১ (এক) দ্বারা গুণ করে আদর্শ আয়তন হিসেবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করতে হবে। প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার এবং মাসিক ন্যূনতম লোডের মধ্যে যা অধিক হবে তাকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করে গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হবে। চাপ শুদ্ধিগুণক নিম্নোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে নির্ণীত হবেঃ

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{ইঞ্চিতে পানির উচ্চতার এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + (১৪.৭৩ \times ২৭.৬৯)}{(১৪.৭৩ \times ২৭.৬৯)}$$

এখানে, ১৪.৭৩ Psia = Base Pressure = Atmospheric Pressure
১ পিএসআই = ২৭.৬৯ ইঞ্চি ওয়াটার কলাম

৪.২.২। মিটার বিকলকালীন বিল প্রস্তুতকরণঃ

অপারেশন/কারিগরী কারণে মিটার বিকল হলে এবং অনুমোদিত লোড অপরিবর্তীত থাকলে বিগত তিন মাসের বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল প্রণীত হবে। পূর্বের তিন মাসের বিল পাওয়া না গেলে মিটার পরিবর্তন পরবর্তী তিন মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রণীত হবে। তবে যে সকল ক্ষেত্রে গড় ব্যবহার ন্যূনতম লোডের তুলনায় কম হবে সে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করে গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হবে। অতিরিক্ত সরঞ্জাম স্থাপনের কারণে মিটার বিকল হলে অতিরিক্ত সরঞ্জামের লোড এবং অনুমোদিত লোড গুণ করে (আনুপাতিক হারে) প্রাপ্ত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে উপরোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিকলকালীন সময়ের গ্যাস বিল প্রণীত হবে। গ্যাস বিল প্রণয়নে উপরোক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বিবৃত চাপ শুদ্ধিগুণক ব্যবহৃত হবে।

৪.৩। বিল প্রেরণ

মিটার যুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হবে। কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পেলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করতে পারবে।

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের সংযোগকালীন সময়ে সরবরাহকৃত বিল বই দ্বারা সরকার কর্তৃক একমুখী/দ্বি-মুখী চুলার জন্য নির্ধারিত হারে বিল পরিশোধ করতে হবে এবং প্রথম বিল বইয়ের পরবর্তী সকল বিল বই কোম্পানীর জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়/নির্ধারিত ব্যাংক/বিল-পে সেন্টার হতে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকগণ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়কৃত কার্ডের সমপরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন।

৪.৪। আরএমএস/সিএমএস ভাড়া

কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস সরবরাহ করা হবে এবং আরএমএস/সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানীর থাকবে। গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস এর ভাড়া গ্যাস সরবরাহকালীন সময়ে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত ভাড়া নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হবেঃ

আরএমএস/সিএমএস এর ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে ১০% হারে ওভারহেড যোগ করলে যে অংক দাড়াঁবে তাকে ৮৪ দ্বারা ভাগ করে মাসিক আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সাথে উক্ত ভাড়া গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে। লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ (৭ বছর) জনিতকারণে আরএমএস/সিএমএস সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক প্রতিস্থাপন করা হলে, আরএমএস/সিএমএস এর মাসিক ভাড়া আগের নিয়মে পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

কোম্পানী নিজ ব্যয়ে প্রতি বছরে ন্যূনতম একবার আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং গ্রাহকের আবেদনক্রমে আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে প্রতিবারে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর অনুকূলে টাকা ৩০০০.০০ (তিন হাজার মাত্র) জমাদান করতে হবে।

৪.৫। রাজস্ব আদায়

৪.৫.১। মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহক

গ্রাহকের সাথে কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত/এ নিয়মাবলীর আলোকে গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৫.২। প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহক

এ সকল গ্রাহকগণ কোম্পানীর নির্ধারিত ভেন্ডরের নিকট হতে নির্দিষ্ট মূল্যে কার্ড ক্রয়পূর্বক গ্যাস ব্যবহার করবেন।

৪.৬। বিল পরিশোধের সময়সীমা

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকগণ সরবরাহকৃত বিল বই এর মাধ্যমে প্রতিমাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ২১ (একুশ) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করতে পারবেন। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হতে (যা বিলে উল্লেখ থাকবে) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করা যাবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন কিংবা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ থাকলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাবে।

৪.৭। মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)

৪.৭.১। মিটারবিহীন গ্রাহক

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু গ্রাহকের আবেদনক্রমে সর্বনিম্ন ৬ মাস এবং সর্বোচ্চ ২ বছরের জন্য সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হলে সে সময়ের জন্য ন্যূনতম দেয় হিসেবে ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিলের ৫০% আদায় করা হবে। ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনসংযোগ গ্রহণ না করলে উক্ত সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৪.৭.২। মিটারযুক্ত গ্রাহক

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ৪০% ন্যূনতম দেয় হিসেবে প্রযোজ্য হবে। মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের ৪০% এর অধিক হলে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হবে এবং প্রতিমাসে মিটারের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে ১৫ দিনের অধিক বন্ধ/ছুটি থাকলে কোম্পানীকে পূর্বে অবহিতকরণ সাপেক্ষে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করা যাবে।

৪.৭.৩। প্রি-পেইড গৃহস্থালী গ্রাহক

প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের মাসিক ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না। তবে প্রতিমাসে মিটারের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

৪.৮। বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার

৪.৮.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহক

বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর বিল পরিশোধ কালে গ্রাহককে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহক হিসেবে একমুখী ও দ্বি-মুখী চুলা নির্বিশেষে প্রতি মাসে টাকা ১০/- (দশ) হারে এবং ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময়ের অপরিশোধিত বিলের জন্য প্রতি মাসে টাকা ২০/- (বিশ) হারে সারচার্জ প্রদান করতে হবে।

৪.৮.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহক

বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর হতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

তবে, যে সকল গ্রাহকের গ্যাস বিল সরকারী তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরও ক্ষেত্র বিশেষে সারচার্জ ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন

৫.১। মিটারবিহীন গ্রাহক ঃ কোম্পানীর নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে ২ (দুই) বছরে ন্যূনতম একবার।

৫.২। মিটারযুক্ত গ্রাহক ঃ প্রতি বছরে একবার। মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন করা যাবে।

৬.০। অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস/সিএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়

৬.১। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার

অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারিত মাসিক লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করা যাবে না। অনুমোদিত মাসিক লোড হতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করা হলে গ্যাস আইন, ২০১০ এর ১২(২) ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৬.২। গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য

৬.২.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী

(ক) সরবরাহ লাইন হতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের স্থাপিত গ্যাস সরঞ্জামের বিপরীতে ফ্ল্যাট রেইটে গ্যাস বিল এবং ১ (এক) বছরের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বের সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচচ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের অনুমোদিত ও সংযোজিত সরঞ্জামাদির মোট ফ্ল্যাট রেইটে হিসাবকৃত বিলের মধ্যে যা অধিক হবে সে ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) রেগুলেটর অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/re-set করে নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত রেগুলেটর সর্বোচ্চ যে চাপে সেট করা সম্ভব সে চাপের ভিত্তিতে স্থাপিত গ্যাস সরঞ্জামের ক্ষমতা হিসাব করে তদনুযায়ী আনুপাতিকহারে ফ্ল্যাট রেইট এর ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত, বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন, গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার

গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ/ চুলা বন্ধ (স্থায়ী/অস্থায়ী) করণের তারিখ হতে শুরু করে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচচ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত স্থাপনার বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরনের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত গ্যাস

সরঞ্জামের মধ্যে যা অধিক সে সকল সরঞ্জামের বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(চ) লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন

(১) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত স্থাপনার বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(২) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী হিসাবকৃত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির বিপরীতে ফ্ল্যাট রেইটে ১(এক) বছরের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

৬.২.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ গ্রাহকের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী/উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনর্সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনের তারিখ হতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসেবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং

অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) সরবরাহ লাইন হতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসেব করে তার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পরিদর্শনের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ রেগুলেটর/রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/re-set করে নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/ নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসেবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যা অধিক তার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার

প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হতে শুরু করে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন

(১) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/ প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(২) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনর্সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসেব করে অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৬.৩। একাধিকবার অবৈধ কার্যকলাপের জন্য জরিমানা

কোন গ্রাহক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৬.২ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ/অনিয়ম প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত জরিমানা নির্ধারিত হবে। তবে একই গ্রাহক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দ্বিতীয়বার অনুচ্ছেদ ৬.২ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ/অনিয়ম সংঘটিত হলে উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত জরিমানার দ্বিগুণ এবং তৃতীয়বার সংঘটনের ক্ষেত্রে জরিমানা চারগুণ আদায়যোগ্য হবে।

৬.৪। অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি, অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার প্রভৃতি অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়ে অবহিত হওয়া/নিশ্চিত হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রাহকের উপর অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা আরোপিত হলে কোম্পানী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিস/বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে অবহিত করবে। আরোপকৃত অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা গ্রাহককে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৬.৫। আরএমএস/সিএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়

গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বা আরএমএস/সিএমএস-এ স্থাপিত সরঞ্জামের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস/সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম অকেজো হলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হতে আরএমএস/সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম চুরি হলে বা মিটারের মূলসীল ভাঙ্গা হলে বা আরএমএস/সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের দ্বিগুণ মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে আদায়পূর্বক প্রতিস্থাপন করা হবে। স্থাপিতব্য আরএমএস/ সিএমএস-এর ভাড়া যথারীতি আদায়যোগ্য হবে। এতদ্ব্যতীত ‘গ্যাস আইন ২০১০’ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৭। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ব্যয়

৭.১। অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

৭.১.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা/রেডিও/টেলিভিশন/মাইকিং বা অন্যকোন মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরও উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। গ্রাহকের আবেদনক্রমে বকেয়া পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে (যদি থাকে) অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

৭.১.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী

(ক) বকেয়া বিল ও জামানত অপরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নের বর্ণনা মোতাবেক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করা হবেঃ

১। বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) দিনের মধ্যে গ্যাস বিল ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে;

২। কোম্পানীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হলে;

(খ) নিম্নলিখিত যে কোন কারণে গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করা হবেঃ

১। মিটারে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ [মিটার ইনডেক্স ভগ্ন; মিটার সীল (মুলসীল/সিকিউরিটি সীল ইত্যাদি) ভগ্ন বা নকল বা উঠানো বা পুনঃস্থাপিত, মিটার রেজিস্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মিটারের রোটর/ফ্যান ভগ্ন, ডায়াফ্রাম ছিদ্র, মিটার উল্টোভাবে স্থাপন করা, মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি] উৎঘাটিত হলে/পাওয়া গেলে অথবা মিটারের সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার সনাক্ত হলে;

২। মিটার ছাড়াও আরএমএস/সিএমএস-এর যে কোন অংশে স্থাপিত সীলে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কারচুপির আলামত পাওয়া গেলে;
৩। মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্ণওভার ব্যতীত গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতঃপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং অপেক্ষা কম পাওয়া গেলে;
৪। রেগুলেটররে হস্তক্ষেপ করা হলে;
৫। অননুমোদিতভাবে গ্যাস বার্নার/সরঞ্জাম স্থাপন/স্থানান্তর করা হলে;
৬। চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে বা কোম্পানীর লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে গ্যাস সরবরাহ করা হলে;
৭। আরএমএস/সিএমএস পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে;
৮। চুক্তি পত্রের যে কোন ধারা ভঙ্গ করলে;
৯। গৃহস্থালী ব্যবহার ব্যতীত ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা হলে।

৭.২। স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

১। গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করে গ্যাস কারচুপি করা হলে;
২। যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন (মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সাথে অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন/কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হতে সংযোগ স্থাপন/বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি) করা হলে;
৩। অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন/স্থানান্তর করা হলে;
৪। গ্রাহক কর্তৃক দু'বার আরএমএস/সিএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করা হলে;
৫। অনাদায়ী পাওনার জন্য অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং অনাদায়ী পাওনার ক্ষেত্রে **১** (এক) বছরের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হলে।
৬। তিনবারের অধিক অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় সংযোগ বিচ্ছিন্নের কোন অপরাধ সংঘটিত হলে।

৭.২.১। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক বিলুপ্ত গ্রাহক হিসেবে গণ্য হবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত কোন গ্রাহক পুনরায় গ্যাস সংযোগের আবেদন করলে দেনা পাওনা/বিরোধ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে একই ঠিকানায় বিদ্যমান সংযোগের বিপরীতে পুনঃসংযোগ নতুন গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭.৩। গ্যাস সরবরাহ সীমিতকরণ/স্থগিতকরণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

'গ্যাস আইন ২০১০' অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ সীমিত অথবা স্থগিত অথবা গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ অথবা গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগের অধিকার কোম্পানী সংরক্ষণ করেঃ

(১) সংশিষ্ট এলাকার জনগণের জীবন এবং সম্পদ বিপদাপন্ন হলে;
(২) গ্যাস নেটওয়ার্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালন ত্রুটি দেখা দিলে;
(৩) জাতীয় পর্যায়ে গ্যাসের সংকট দেখা দিলে;
(৪) গ্যাস বিতরণে ব্যবহারকারীগণের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রয়োজন হলে;
(৫) সরকার/কমিশন/পেট্রোবাংলা/কোম্পানী কতৃর্ক নির্ধারিত দক্ষতার (efficiency) চেয়ে কম দক্ষতায় গ্যাস ব্যবহৃত হলে।

৭.৪। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়

উপযুক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন কারণে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে নিম্নলিখিত হারে বিচ্ছিন্নকরণ বাবদ ব্যয় গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবেঃ

বিচ্ছিন্নের ধরন অনুযায়ী ব্যয় (টাকা)		
বিল পরিশোধ থাকলে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন	খেলাপী বা অবৈধ কার্যকলাপ হেতু বিচ্ছিন্নকরণ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন
৩০০/- (তিনশত টাকা)	৫০০/- (পাচঁশত টাকা)	৫০০/-+ প্রকৃত ব্যয়

৭.৫। পুনঃসংযোগ এবং ব্যয়

৭.৫.১। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসেবে গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ ব্যয় বাবদ টাকা ৫০০/- (পাচঁশত) পরিশোধ করতে হবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের সময় বিচ্ছিন্নকরণের প্রকৃত ব্যয়সহ নতুন সংযোগ বাবদ নির্ধারিত চার্জ জমা প্রদান করতে হবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানীর বিধি মোতাবেক পুনঃসংযোগ গ্রহণের পূর্বে বকেয়া গ্যাস বিলসহ অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে।

৭.৫.২। ন্যূনতম দু'বার অননুমোদিত/অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ পুনঃসংযোগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদান করবেন। বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে সমুদয় পাওনাদি গ্রাহক কর্তৃক এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) পুনঃসংযোগের অনুমোদন প্রদান করবেন। বকেয়া পাওনাদির ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬(ছয়) কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদানপূর্বক পুনঃসংযোগ প্রদানের বিষয়ে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৮। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস চার্জ

৮.১। মিটারবিহীন গ্রাহক

গ্যাস সরঞ্জাম/বার্নার হ্রাস/বৃদ্ধি করে অথবা অপরিবর্তিত রেখে পুনর্বিন্যাস করা হলে গ্রাহককে চুলা প্রতি টাকা ২০০/- (দুইশত) হারে চার্জ পরিশোধ করতে হবে।

৮.২। মিটারযুক্ত গ্রাহক

কোন গ্রাহকের গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস অথবা বর্হিগমন চাপ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে আরএমএস/ সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে না। তবে আরএমএস/সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে গ্রাহককে টাকা ১,৫০০/- (এক হাজার পাচঁশত) চার্জ পরিশোধ করতে হবে।

৯। বিবিধ

৯.১। রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তর চার্জ

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ১৫% ওভারহেড খরচসহ মূল্য ও স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় ছাড়াও টাকা ১০০০/- (এক হাজার) চার্জ গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে।

৯.২। মালিকানা/নাম পরিবর্তন চার্জ

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা এবং/বা নাম পরিবর্তন করতে হলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক এর দ্বারা প্রত্যায়নপূর্বক জমা প্রদানসহ টাকা ৫০০/- (পাচঁশত) চার্জ পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সংযোগের বিপরীতে পূর্বের মালিক/মালিকগণের কোন বকেয়া থাকলে মালিকানা/নাম পরিবর্তনের সময় তা পরিশোধ করতে হবে।

৯.৩। <u>লোড হস্তান্তর/স্থানান্তর/একত্রীকরণ</u>

১। কোন গ্রাহকের জন্য বরাদ্দকৃত শুধুমাত্র গ্যাস লোড অন্য কোন গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর/বিক্রয় করা যাবে না।

২। যৌক্তিক কোন কারণে গ্যাস সংযোগের স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে মালিকানা অপরিবর্তিত রেখে প্রস্তাবিত স্থানে গ্যাস প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সংযোগ প্রদান করা যাবে।

৩। একই ব্যক্তি/মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড একটি সংযোগের জন্য একত্রিত করা যাবে না।

৪। কোন সংযোগ গ্রাহক কর্তৃক স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হলে অথবা ব্যবহার না করার ঘোষণা দেয়া হলে এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বিতরণ কোম্পানীর নিকট সমর্পিত বলে গণ্য হবে।

৯.৪। মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ

গ্রাহকের আঙ্গিনা হতে মিটার অপসারণ করার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা (Accuracy) ও সীল পরীক্ষা করা হবে। মিটার অপসারণের ৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক মিটার অপসারণকারী বিভাগ/শাখার কর্মকর্তা মিটার অপসারণকালে গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের মনোনীত প্রতিনিধিকে পরীক্ষাগারে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হবে। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় বিভাগ মিটার অপসারণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচী নির্ধারণ করে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিস/বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে এবং এর অনুলিপি প্রেরণসহ টেলিফোনের মাধ্যমে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগকে অবহিত করে উক্ত সময়ের মধ্যে মিটারটি মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগে জমা প্রদান করবে। গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি নির্ধারিত দিনে মিটার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ কর্তৃক গ্রাহককে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচী চুড়ান্ত করে রেজিস্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হবে। তারপরও গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষা করে ফলাফল ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করা হবে। মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকলে তা গ্রাহককে পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা হবে।

৯.৫। প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করে যদি প্রাকৃতিক কারণে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) তা ২% এর অধিক ধীর/দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায় তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময় সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের গ্যাস বিল সমন্বয় করা হবে।

৯.৬। ঠিকাদার সম্পৃক্ততা

অননুমোদিত গ্যাস সরঞ্জামাদি স্থাপন বা গ্যাস কারচুপির সাথে কোন ঠিকাদারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কোম্পানী হতে তার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করে তাৎক্ষণিকভাবে পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিপণন কোম্পানীকে জানিয়ে দেয়া হবে। এতদ্ব্যতীত 'গ্যাস আইন ২০১০' অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯.৭। বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ

গ্যাস আইন ২০১০ এর আওতা বর্হিভূত এ নীতিমালার কোন বিষয়ে গ্রাহক এবং কোম্পানীর মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

৯.৮। অধিকার সংরক্ষণ

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনায় 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১' এর যে কোন ধারার পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং সংযোজন/বিয়োজনের অধিকার পেট্রোবাংলা সংরক্ষণ করে।